ভারতে ৪০০ বাংলাদেশে ১২০০

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ, আর তাই খেয়া পারাপারের জীবিকারও বেশ প্রচলন এদেশে। বর্ষা মৌসুমে নদী, ধানী ক্ষেতে তলিয়ে যায় বিধেয়; তখন এ জীবিকার টানেও জোয়ার আসে বেশ।

অনেকটা নদী পারাপারের মতই বিভিন্ন স্থল বন্দরে নিয়োজিত কাস্টম অফিসাররা সাহায্য করেন নিরাপদে ও সুষ্ঠুভাবে এপারের মানুষকে অন্য দেশে পারাপার হতে। তাঁদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব কোনো রকম অবৈধ জিনিস যেন এপার থেকে ওপারে ঢুকতে অথবা যেতে না পারে।

কেবল তাই নয় প্রয়োজনীয় কাগজ ছাড়া মানুষ যেন অবৈধভাবে দেশে ঢুকতে অথবা বেরুতে না পারে। তবে খেয়াপারের মাঝিদের চাইতে পার্থক্য হচ্ছে স্থল বন্দরের মাঝিদের (কাস্টম অফিসার) অর্থ উপার্জনে কায়িক কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। আর তাদের জীবিকা কিছু পর্যটন মাস নির্ভর হলেও প্রায় প্রতিদিনই জীবিকার জোয়ারের টান বেশ থাকে।

সম্প্রতি হাওয়া বদলের তাগিদেই অনেকটা, সপ্তাহ দু'একের জন্য দূরে কোথাও যাবার পরিকল্পনা করছিলাম। অনেকটা হঠাৎ করই সুযোগটা পেয়েও গেলাম। নিকট ৩ বন্ধু, শিক্ষতায় আছেন, তারই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০-২৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ফটোগ্রাফি সফরে ভারত যাবার পরিকল্পনা করছেন। আমার কোন অসুবিধা না থাকলে দলে ভেড়ার আহ্বান জানালেন।

দলটির গন্তব্য ভারতের উত্তরাংশে। বেশ কয়েকবার ভারত যাবার সুযোগ হলেও উত্তরাংশে যাবার সুযোগ কখনোই হয়নি।

সব কিছু চিন্তা করে যাবার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলাম। যাত্রা পারম্ভেই ভিসা ও মার্কিন মুদ্রা এনডর্স করতে হলো পাসপোর্টে। অবশ্য অতীতের মতো এম্বেসি ঝামেলা এবার পোহাতে হলো না এজেন্সির কারণে।

নির্দিষ্ট দিন কলাবাগান সোহাগ কাউন্টার থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। সোহাগের অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনায় পরবর্তী দিনে যথাসময়েই পৌঁছে গেলাম বেনাপোল স্থল বন্দরে।

আর বর্ডার পারাপারের ঘটনা এখানেই শুরু। দীর্ঘক্ষণ প্রতিক্ষার পর স্থল বন্দর দিয়ে অপর পারে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হলো। প্রথমেই ইমিগ্রেশন ফরম পূরণের পালা সোহাগের কাউন্টারে বসেই কাজগুলো সমাধা করা হলো। ইতিমধ্যে বর্ডার পারাপারের মাঝিদের সন্তুষ্ট করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেল। জনপ্রতি ২০০ টাকা দিতে হলো সবাইকে। যা পাসপোর্টের ঝামেলা ও দু পারের কাস্টম অফিসারদের 'পারিশ্রমিক' মেটানোর কাজে ব্যয় হবে।

এতে করে আমরা যে সুবিধা পাবার আশ্বাস পেলাম তা হচ্ছে ব্যাগ তল্লাশি ও কোন রকম নাজেহাল ছাড়াই বর্ডার পার। অপর পারেও বিনা প্রতি বন্ধকতায় ভারতের মাটিতে পদার্পণের নিশ্চয়তা।

যা হোক কাস্টম হাউসে চেকিং রুম দিয়ে পার হবার জন্য সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম আর কাস্টমসের সাদা উর্দির অফিসারের নির্দেশে একে একে পারাপারের প্রক্রিয়া শুরু হলো।

এর মধ্যে হঠাৎ করে পৌর কাস্টম অফিসার আমাদের দলের নেতাকে ডেকে পাঠালেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে গেলেন এবং তাকে ব্যাখ্যা করা শুরু করলেন আমাদের যাবার উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য ব্যাগে কি থাকতে পারে। এরই মধ্যে একজন অতি উৎসাহী কাস্টম অফিসার এক ছাত্রীর ব্যাগ তল্লাশি শুরু করে দিলেন। ছাত্রীটির ব্যাগে দু'টি ক্যামেরা দেখে ক্ষেপে যেয়ে বললেন 'মানুষ একটি ক্যামেরাই কিনতে পারে না আর আপনি দু'টি নিয়ে যাচ্ছেন।' অবান্তর কথা। বেচারী ছাত্রী হতভম্ব হয়ে বুঝাতে চাচ্ছিল দলের অপরজনের এ টি ক্যামেরা তার ব্যাগে রাখা হয়েছে। এতেও অফিসার শান্ত হচ্ছিলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে আমার বন্ধু (শিক্ষক) এগিয়ে গেলেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করতে থাকলেন।

পুরো দলটিই যাচ্ছে ফটোগ্রাফি ট্রিপে, তাদের কাছে একাধিক ক্যামেরা থাকাটাই স্বাভাবিক। কাস্টম অফিসার এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জানতে চাইলেন। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির নামে তার চোখে উপরি আয়ের লালসা ঝলকে উঠলো। ২০০ টাকায় খেয়া পার এদের জন্য নয়।

এক পর্যায়ে আরেক ছাত্রের ব্যাগ থেকে পাওয়া গেল ২০০টির মতো ফিল্ম। এবার তো কাস্টম অফিসাররা নাছোড়বান্দা। যা হোক ছাত্র-ছাত্রীদের সামনেই আমার শিক্ষক বন্ধুটি তাঁদের এমনভাবে অনুরোধ করছিলেন যে আমার বেচারাকে অসহায় মনে হচ্ছিল। কি শেখাচ্ছি আর বাস্তব কি, এর ফারাক যে এতো বেশি কোনো ছাত্রছাত্রীদেরও মনে হয় কোনো ধারণা ছিল না।

যা হোক অনেক বাকবিতন্ডার পর সবাই বাংলাদেশ পার হয়ে ভারতের বর্ডারের দিকে এগোচ্ছি। সেখানে অবশ্য কোনো ঝামেলাই হলো না। সব দেখে মনে হলো ওপারের কাস্টম অফিসাররা যথেষ্ট প্রফেশনাল ও চুক্তিকে সম্মান দেখাতে অভ্যস্ত, কেবল আমাদের ২৪ জনের দলে দালালরা আরও জনাতিনেক ভিড়িয়ে দিলেন। ওপারের কাস্টম অফিসাররা ছাত্রদেরও যথেষ্ট সম্মান করছিলেন।

-অবশেষে ভারতে পদার্পণ ও কিল্ড ট্রিপের পরিকল্পনা অনুসারে ভ্রমণ শুরু হলো। প্রথমে কলকাতা তারপর বানারস, ডেরাডুন, নৈনিতাল কাঠগুদাম, দিল্লি এবং অবশেষে কলকাতা হয়ে আবার স্থল বন্দরের কাস্টম অফিসারদের কাছে। যথাসময়ে ভারত বর্ডারে পৌঁছে গেলাম উৎকোচের ব্যাপারটা সমাধান করার জন্য ২০০ রুপি করে নেয়া হলো। অবশ্য পরে জানা গেল পারাপারের খরচ বাবদ ৪০০-৫০০ রুপি দেয়া হয়েছিল।

নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলাম ভারতের কাস্টমস্ অফিস। আগে থেকেই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করলেন তারা। এবার বাংলাদেশ কাস্টম অফিসে এসে আমার শিক্ষক বন্ধু পড়লেন মহাঝামেলায়। কাস্টমস্ অফিসার সরাসরি তাঁর সঙ্গেই উৎকোচের ব্যাপারে আলোচনা করতে আগ্রহী। বিব্রতকর অবস্থায় তিনি সমঝোতায় পৌঁছলেন ভারতীয় ১২০০ রুপি আর বাংলাদেশে পাঁচশত টাকায় অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা দাঁড়ালো পারাপারের হিসেবে বেনাপোল স্থল বন্দরের হিসেবটা হচ্ছে ভারত থেকে আসতে ভারতে ৪০০ থেকে ৫০০ রুপি এপারে ১২০০ রুপি। ৫০০ টাকা আর যেতে উভয় পারের খরচ মিলিয়ে মাথাপিছু ১২০০ টাকা।

এধরনের মাঝিদের কেউই তাদের পোশাকে নামফলক ব্যবহার করেন না। যদিও এটা ইউনিফর্মের একটা অংশ। অর্থাৎ উৎকোচের আয়ের সঙ্গে এদের নাম কখনোই লেখা সম্ভব হয় না।